৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

পিরোজপুরের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নানা সমস্যা

পিরোজপুর অফিস ॥ জেলার সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ায় শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে। জেলা ও থানা সদরে অবস্থিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমানে বিরাজিত সমস্যাগুলি হইতেছে– শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুমের অভাব, হোস্টেল, লাইব্রেরী, আসবাবপত্র, ল্যাবরেটরী, খেলার মাঠের সমস্যা, জরাজীর্ণ ভবন ইত্যাদি। জেলা শহরে একটি বালক, একটি বালিকা, ভান্ডারিয়ায় একটি বালিকা, কাউখালীতে একটি বালক ও একটি বালিকা এবং নাজিরপুর থানা সদরে বালকদের একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় রহিয়াছে। জেলা শহরে অবস্থিত বালক বিদ্যালয়টি ১৯১০ সালে সরকারী বিদ্যালয় হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৬৮ সালে বেসরকারী হইতে সরকারীকরণ করা হয়। থানা সদরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলি ১৯৮৬ সালে বেসরকারী হইতে জাতীয়করণ করা হয়।

জেলা শহরের বালক উচ্চ বিদ্যালয়টি জন্ম হইতে সরকারী বলিয়া উহার অবকাঠামোগত সুবিধা যথেষ্ট। কিন্তু বাকীগুলির এই সুবিধা নাই। একমাত্র কাউখালীর সরকারী কেজি ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া থানাপর্যায়ের অন্য তিনটি বিদ্যালয় ও জেলা সদরের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির কোন সুপ্রশস্ত খেলার মাঠ নাই। বেসরকারী উদ্যোগে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় জমি না থাকায় খেলার মাঠ সম্প্রসারিত করার সুযোগ নাই এবং পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো গড়িয়া উঠে নাই। সরকারীকরণের পর যদিও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা হইতেছে কিন্তু স্থাপত্যগত মান ও শৃংখলা বজায় রাখা বা সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। পুরাতন ভবনের উপর দোতলা, তিনতলা স্থাপনা করিতে গিয়া পরিসর ও কাঠামোগত সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহাছাড়া নবনির্মিত ভবনসমূহের নির্মাণ কাজের মান লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। কাউখালীর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় দুইটিতে নির্মিত ভবনের ছাদ হইতে এক বৎসরের মধ্যেই পানি চুয়াইয়া পড়িতেছে।

জেলা শহরের বালক বিদ্যালয়ে সৃষ্ট ২৭টি শিক্ষকের পদের মধ্যে ৪টি পদ শূন্য। বাণিজ্য বিভাগে কোন শিক্ষক না থাকায় বিভাগটি অচল। বিজ্ঞান ও ইংরেজীতে ১ জন করিয়া শিক্ষকের পদ শূন্য। অনুরূপভাবে জেলা সদরের বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ২৬টি পদের মধ্যে ২টি, ভান্ডারিয়া বন্দর সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ১২টি পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকসহ ৩টি, কাউখালী এসবি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৬টি পদের মধ্যে ৪টি, কেজি ইউনিয়ন বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৫টি পদের মধ্যে ২টি, নাজিরপুর সিরাজুল হক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১টি পদের মধ্যে ২টি শিক্ষকের পদ শূন্য। জেলা শহর ছাড়া থানা সদরের বিদ্যালয়গুলিতে জাতীয়করণের সময় যে পদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল গত ১২ বৎসরে উহা বৃদ্ধি না হওয়ায় শিক্ষকের পদ বাড়ে নাই। সকল বিদ্যালয়ে সুইপারসহ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বিভিন্ন পদও শূন্য।

জেলা শহরের বালক বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোথাও ছাত্রাবাস নাই। এই বিদ্যালয়টির দুইটি ছাত্রাবাসে কোন ছাত্র থাকে না। জেলা সদরের দুইটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের বাসভবন থাকিলেও অন্যগুলির নাই এবং উক্ত ভবনে কোন প্রধান শিক্ষকই থাকেন না। জেলা শহরের সরকারী বিদ্যালয় দুইটিতে ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় ক্লাসরুমের সংকট রহিয়াছে। এক একটি ক্লাসে সেকশন করিয়াও ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান করা যাইতেছে না। বালক বিদ্যালয়ে আট শতাধিক ছাত্র ও বালিকা বিদ্যালয়ে সাড়ে আট শতাধিক ছাত্রী রহিয়াছে। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের সংকট প্রতিটি বিদ্যালয়েই রহিয়াছে। বিশেষতঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বেঞ্চ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার, ড্রিলরুম, কমনরুম, বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রভৃতি সমস্যা রহিয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় টয়লেট সুবিধা নাই। যাহা আছে তাহাও অস্বাস্থ্যকর ও ব্যবহারের অযোগ্য।